উদ্ভাবনী কর্ম পরিকল্পনার ছক ২০১৭-২০১৮২০২০-২০২১

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যেগের শিরোনাম	উদ্যেগের বিবরণ	ইস্পিত ফলাফল	চলমান/বাস্তবায়িত
১।	কোস্ট গার্ড মোবাইল এ্যাপস	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পরিচিতি, কোস্ট গার্ড এর সকল কার্যক্রম, জাহাজ এবং বোট সংক্রান্ত তথ্যাদি, জরুরি যোগাযোগ এবং জনসাধারণের যে কোন অভিযোগের গ্রহণের জন্য একটি মোবাইল এ্যাপস্ তৈরী করা হয়।	কোস্ট গার্ড মোবাইল এ্যাপস ব্যবহারের ফলে তৃণমূল পর্যায়ের জনগন কোস্ট গার্ড সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে, জরুরি প্রয়োজনে কোস্ট গার্ডের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে এবং সাধারণ জনগন তাদের যে কোন অভিযোগ এই এ্যাপস্ এর মাধ্যমে কোস্ট গার্ড কে অবহিত করতে পারছে।	২০২০-২০২১
২।	সিজিআরপিএমএস	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জলদস্যু নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ পাচার, জলাবদ্ধতা, তেল, গ্যাস, জলজ সম্পদ এবং বাংলাদেশের জলাশয় এবং উপকূলীযয় অঞ্চলে পরিবেশ দূষণ, রক্ষা মিশন, সমুদ্র বন্দরগুলিতে সুরক্ষা সহায়তার মাধ্যমে সামগ্রিক সুরক্ষা এবং আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের একটি সংস্থা। এছাড়া বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ত্রাণ পরিচালনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন উপকূলীয় অঞ্চলে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সকল কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য প্রচুর আইটেমের সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, যার ফলে লজিস্টিক রিসোর্স প্ল্যানিং সিস্টেমকে ডিজিটালাইজড করার প্রয়োজনীয়তা অনুভত হয়। এপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একটি যুগোপযুগী ও আধুনিক ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম তৈরির চিন্তা করে, যা মাল্টি-মডিউল অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার দ্বারা সকল কার্যক্রম আরও সহজ করতে সহায়তা করবে। এটি লজিস্টিকস্ রিসোর্স সম্পর্কিত সমস্ত ফাংশন কে একটি একক অটোমেশন সিস্টেমে পরিণত করবে। যার ফলে ত্রুটিবিহীন অপারেশন সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনী সমস্ত কাজ স্বয়ংক্রিয় ভাবে করা সম্ভবপর হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড লজিস্টিকস্ পরিদপ্তরসহ অন্যান্য পরিদপ্তর এবং জোনাল কমান্ডারদের অফিসগুলি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সিজি-আরপিএমএস নামক উক্ত সফটওয়্যার তৈরির কাজ শুরু করে। উক্ত সফটওয়্যার সিস্টেমের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো স্বল্প সময়ে কার্য সম্পাদন, খরচ কমানো, কাজের দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করা।	সিজি-আরপিএমএস সফ্টওয়্যারটি ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সকল দপ্তর/বিভাগ, জাহাজ/ঘাঁটি, জোনসমূহ একই সাথে একই প্লাটফর্মে অধিক সহজতর, নির্ভুলভাবে এবং কম সময়ে করতে পারছে। যা অত্র সংস্থার কাজের ধরনে আমূল পরিবর্তন এনেছে।	২০২০-২০২১

৩।	ভেইকেল ট্রাকিং সিষ্টেম	Vehicle Tracking সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর যানবাহনসমূহ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সঠিকভাবে মনিটরিং, সঠিক অবস্থান নির্ণয়সহ বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে।	বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের যানবাহনসমূহ সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে ডাবল কেবিন পিকআপ ২২টি, সিঙ্গেল কেবিন পিকআপ ১০টি, এ্যাম্বুলেন্স ০৩টি, বিভিন্ন ধরনের জীপ ২০টি, বাস ০৪টি, কোস্টার ০২টি, ট্রাক(০৫ টন) ০২টি, ট্রাক(০৩ টন) ০৭টি, মাইক্রোবাস ০৮টি, স্টাফ কার ০৮টিসহ সর্বমোট বিভিন্ন ধরণের ৮৬ টি যানবাহনে Vehicle Tracking System স্থাপন করা হয়েছে। Vehicle Tracking System স্থাপন করায় অফিসে বসেই যানবাহনসমূহ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সঠিকভাবে মনিটরিং, সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যাচ্ছে।	২০২০-২০২১
৪।	ভেসেল ট্রাকিং সিষ্টেম	ভ্যাসেল ট্র্যাকার একটি সফট্ওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম যা কোন জলযানের অবস্থান এবং জ্বালানি খরচ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা রাখে। ভ্যাসেল ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে ব্যবহৃত জলযানসমূহের বর্তমান অবস্থান, জ্বালানী, মাইলেজ এবং প্লেব্যাক এর তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া ভ্যাসেল ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে সমুদ্রে যেকোন জলযানকে দ্রুত খুজে বের করে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	বর্তমানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পরীক্ষামূলক ভাবে ২২ টি বোটে ট্র্যাকার স্থাপন করেছে। সাধারণভাবে কোন জলযানের অবস্থান, জ্বালানী এবং মাইলেজ সম্পর্কিত তথ্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয় যা সময় সাপেক্ষ এবং প্রায়শই জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই অনন্য জাহাজ ট্র্যাকিং সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জলযানের অবস্থান, জ্বালানী এবং মাইলেজ, প্লেব্যাক দিতে পারবে, যা সময় সাশ্রয়ী এবং জটিলতা নিরসনে সহায়ক হবে। আবার গভীর সমুদ্রে কোনও মাছ ধরার নৌকা/ ট্রলার জাহাজ থেকে কোনও ডিসট্রেস সিগন্যাল বা তথ্য পাবার পর, কোস্ট গার্ড কর্তৃপক্ষ ঘটনা স্থলে নিকটস্থ কোন কোস্ট গার্ড বোটকে এই সিস্টেমের মাধ্যমে দ্রুততার সহিত প্রেরণ করতে পারবে। এই ব্যবস্থা জলদস্যুতা রোধের হার বাড়িয়ে তুলবে, বিপদগ্রস্থ জাহাজগুলি খুঁজে বের করা এবং দ্রুততম সময়ে উদ্ধার কাজ শুরু করতে বিশেষ সহায়তা করবে, যা পূর্বে প্রায়শই সম্ভব হতো না।	২০২০-২০২১

			ভ্যাসেল ট্র্যাকার সিস্টেমের মাধ্যমে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সহজ করা সম্ভব হবে তেমনি অপরদিকে বিপদগ্রস্ত জলযানসমূহকে স্বল্প সময়ে সেবা প্রদান সম্ভব হবে।	
৫।	Internet of Things (IoT) for Bangladesh Coastguard	বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সকল ধরনের যন্ত্রপাতি Internet Connection এর মাধ্যমে ব্যবহার ও অপারেট করার জন্য IoT সর্বাধুনিক ও যুগোপযোগী একটি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল ধরণের Electrical and electronics equipment যেমন বৈদ্যুতিক লাইট, ফ্যান, এসি, সকল প্রকার মটর, বিভিন্ন ধরণের Access Control এবং CC Camera Control ও মনিটরিং সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সুনির্দিষ্ট web, mobile application এবং Internet connection এর মাধ্যমে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রন করা যাবে।	Internet of Things (IoT) প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নিশ্চিতভাবে বিদ্যুৎ সাস্রয় হবে, অপারেশন সহজ হবে, জরুরি অবস্থায় যেকোন ডিভাইস বন্ধ এবং চালু করা যাবে এবং রিমোট কন্ট্রোল এর মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং বৃদ্ধি করা	২০২০-২০২১
৬।	ভ্রাম্যমান ডিজিটাল ভ্যান	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের উপভোগের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক 4D মুভি (নভোমন্ডল ও বিগব্যাং এর মাধ্যমে পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে মুভি Cosmic Mystery, মহাসমুদ্র জগত নিয়ে Deep Sea মুভি, প্রাগৈতিহসিক ডায়নোসর নিয়ে T-Rex, ভূ-অভ্যন্তরের রোমাঞ্চকর অভিযান নিয়ে Canyon Coaster) কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর প্রাঙ্গনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর কর্তৃপক্ষের সহযোগীতায় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।	ভ্রাম্যমান ডিজিটাল ভ্যানের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক 4D মুভি উপভোগের পর কোস্ট গার্ড সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ আধুনিক বিজ্ঞান, মহাসমুদ্র, প্রাগৈতি ডায়নোসর, ভূ-অভ্যন্তরের রোমাঞ্চকর অভিযান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।	২০২০-২০২১